International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-III, Issue-III, November 2016, Page No. 21-26
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

নদী বাঁধের রাজনীতি ও রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারা

তারক পুরকাইত
গবেষক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

Abstract

A terrible pudding has been formed among India and her neighbouring countries especially India - China, India - Pakistan and India -Bangladesh regarding the issue of river dam and the distribution of water among them.It is worth mentioning, that a conflict has also been started between two neighbouring states in India. In this scenario Rabindranath's Muktadhara has become more relevant.In this drama we see the king of Uttarkut has made the dam with the help of Bibhuti,the engineer.The king has damaged the agriculture of the common subjects of Shibtarai forming a large dam and blocking the flow of water.Thus he has planned to make them die in hunger.It is also noticable in the Indian sub-continent at the present time.

মানব সভ্যতার হৃদস্পন্দন হল নদী। প্রাচীন কাল থেকে প্রবহমান জলধারা মানুষের জীবন জীবিকার একমাত্র জীবনী শক্তি। উচ্ছল নদী তরঙ্গ কখনো কখনো কূল ছাপিয়েছে, ঘর ভেঙেছে ,ফসল নষ্ট করেছে। কিন্তু তারি শীতল জলধারায় মানুষ অমৃতের স্বাদ পেয়েছে জীবনের মানে খুঁজে পেয়েছে। নদীর পাড়েই আদ্যিকাল থেকে মানুষ গড়ে তুলেছে তার স্বপ্নের নীড়। সেই নীড়ে বসেই সে স্বপ্ন দেখেছে নদীর মতো কূল ছাপিয়ে বেড়িয়ে পড়ার,ছরিয়ে পড়ার - বিশ্বমাঝে। জল মানে যদি জীবন হয়, তাহলে নদীই জীবনের প্রকৃত অর্থ আমাদের সামনে তুলে ধরেছে।

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান 'নদী আপন বেগে পাগল পারা" শুনতে শুনতে মনে প্রশ্ন জাগল সত্যিই কি নদী পূর্বের মতো আপন খেয়ালে সর্বদা বইতে পারে? এই প্রশ্নের চক্রব্যূহে ঘুরতে ঘুরতে মনের মধ্যে একটি বিষয়ই স্পটলাইটের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল যে নদী আর আপন বেগে বহমান নয়। আমরা বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে নদিতে দীর্ঘকায় বাঁধ নির্মাণ করেছি। নদী বাঁধের বিষয়টি সামনে আসতেই আরও একটা প্রশ্ন মাথায় উঁকি দিয়ে গেল তা হল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে জল বণ্টন সমস্যা। এ সামস্যা দীর্ঘ কয়েক দশকের। নদীতে বাঁধ দেয়ার কারণ বহুমুখী। ছোটবেলায় স্কুলের পাঠ্য ভূগোল বইএ একে বহুমুখী নদী পরিকল্পনা হিসাবে জেনেছি। মূলত জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্যা প্রতিরোধ এবং জলসেচের মহতী উদ্দেশ্য নিয়ে কোন রাষ্ট্রে নদী বাঁধ পরিকল্পনা গৃহীত হয় ।

নদী দেশ কালের সীমানা ছাড়িয়ে বয়ে চলে এক দেশ থেকে আর এক দেশে। আন্তর্জাতিক সীমারেখা নদীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু যে রাষ্ট্রে নদীর উৎস অর্থাৎ নদীর উচ্চগতিতে বাঁধ নির্মাণ করলে নদীর নিম্নগতিতে অবস্থিত রাষ্ট্রে জল সংকট দেখা দেবে। সময় মতো জল না ছাড়ার ফলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে খরার প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। আবার অতিরিক্ত কিউসেক জল ছাড়ার ফলে অকস্মাৎ বন্যার আশঙ্কা সৃষ্টি হবে। ফসলের ক্ষতি হবে। সাধারণ জনমানসে বিরূপ প্রভাব পড়বে। বর্তমান কালে নদীর জল বণ্টন সমস্যা আন্তর্জাতিক

রাজনীতি তথা পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম প্রধান ইস্যু। ভারতীয় উপমহাদেশে নদীর জল বণ্টন সমস্যা বিগত কয়েক দশক ধরে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হলেও কয়েক বছর যাবৎ তা খরস্রোতার মতো আছড়ে পড়েছে এক দেশ থেকে আর এক দেশে। ভারত, পাকিস্তান, চীন, বাংলাদেশর মধ্যে নদীর জল বণ্টন সমস্যা মাঝে মাঝে পররাষ্ট্রনীতিতে ভীষণ ঝড় তুলেছে এবং সবাইকে ভাবিয়েছে। সাম্প্রতিককালে এই সমস্যা সুনামির আকার নিয়েছে।

আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীন ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর বিশালাকার বাঁধ নির্মাণ করছে। ইতিমধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদীর একটি শাখা নদীর জলধারাকে বাঁধ দিয়ে অবরুধ করেছে। আমরা প্রত্যেকেই জানি ব্রহ্মপুত্র নদী নেপাল ভারত বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এতদঞ্চলের মানুষের জীবন জীবিকার প্রধান উৎস হয়ে উঠেছে স্মরণাতীত কাল থেক। এই নদীর জলধারাকে অবরুধ করলে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে এর কু-প্রভাব পরতে বাধ্য। এইভাবে চীন নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ করে নদীকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখতে চাইছে এবং ভারতকে চাপে রাখতে চাইছে। তখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়াবে যে জলের জন্য চীনের মুখাপ্রেক্ষি হয়ে থাকতে হবে। ব্রহ্মপুত্র নদীর জলাধার থেকে পরিমাণ মতো জল না ছাড়লে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে জলাভাবে ফসল নষ্ট হবে, প্রাণহানি ঘটবে কৃষিকাজ ব্যহত হবে। আবার জলাধার থেকে অতিরিক্ত জল ছাড়লে ওই সকল অঞ্চলে বন্যার প্রাদুর্ভাব দেখা দেবে। অবশ্য চীন তিব্বতের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে পুরোদমে উৎপাদন শুরু করে দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবে ভারত এই ঘটনায় আতঙ্কিত। কারণ ব্রহ্মপুত্র নদীর নিম্নগতিতে জলের যোগান কমে যাবে অর্থাৎ ভারতে জলের যোগান অনিশ্চিত হয়ে পরবে। গায়াকা কাউন্টির শানানে ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর তৈরি হয়েছে বিশ্বের সর্বোচ্চ ও সর্ববৃহৎ জ্যাম জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, যা বছরে ২৫০ কোটি কিলোওয়াট/ঘন্টা বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন। হুয়ানের চীন গেজুবা গ্রুপ এই জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের দায়িত্বে ছিল। চিন জানিয়েছে এর ফলে মধ্য তিব্বতে বিদ্যুতের অভাব মিটবে। শুধু তাই নয় এই অঞ্চলের উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে এবং মধ্য তিব্বতের সবচেয়ে বড় শাক্তি ভাণ্ডার হয়ে উঠবে এই কেন্দ্র। এই জলবিদ্যুত কেন্দ্রটি অবস্থিত তিব্বতের রাজধানী লাসা থেকে ১৪০ কিমি দূরে। প্রকল্পটি নির্মাণ করতে ব্যয় হয়েছে আনুমানিক ১০০০ কোটি ইউনান।

চীন শুধুমাত্র জ্যাম জলবিদ্যুৎ নির্মাণ করেই হাত গুটিয়ে নেই ,এছাড়াও ব্রহ্মপুত্র নদীর বুকে আরও বেশ কয়েকটি বাঁধ নির্মাণ করেছে বা করছে । নদীতে বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে চীনের এই আগ্রাসী মনোভাব ভারত চিন্তিত । কারণ নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বাঁধা প্রাপ্ত হলে পরবর্তীকালে নদীর গতিপথ পরিবর্তনের আশঙ্কা থাকে। বাঁধ দিয়ে নদীর গতিপথ পরিবর্তন করলে ভারতের অরুণাচল প্রদেশের উচ্চ সিয়ান ও নিম্ন সুবনসিরির যে প্রকল্পগুলি রয়েছে তা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে । চীন বারবার দাবি জানাচ্ছে যে তারা নদীর স্বাভাবিক গতির জলধারা ব্যবহার করে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করবে এবং জল আটকে রাখার কোন পরিকল্পনা তাদের নেই । কিন্তু ভারত তাদের কথায় আশ্বস্ত হতে পারছে না । বিশেষত ভারত ও চীনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে চরম উত্তেজনা তৈরি হলে, অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হলে চীন যদি অনিয়ন্ত্রিতভাবে জল না ছাড়ে, তা হলে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যায় ভেসে যাবে। ভারতের প্রভূত ক্ষতি হবে। ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভারত স্বভাবতই উদ্বিগ্ন। ভারতের এই উদ্বেগ দ্বিগুণ হয়েছে কারণ জ্যাম ব্যতীত জিয়েসু ও জিয়াসা নামে আরও দুটি বাঁধ নির্মাণ করছে চীন। চীনের এই পদক্ষেপে ভারতের রক্তচাঞ্চল্য বেড়ে যাওয়ার আরও একটা কারণ হল বাঁধগুলি ভারতীয় সীমান্তের মাত্র ৫৫০ কিমি দূরে অবস্থিত এবং বাঁধগুলি তৈরি হয়েছে ২৫ কিমি অন্তর। চিন যতই সাফাই দিক যে, বাঁধগুলি নির্মাণের ফলে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না; ভারত কিন্তু চীনের কথায় সন্তুষ্ট নয়। ভারত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিষয়টি উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছে। এবং চীন যাতে বাঁধ নির্মাণ না করে তার জন্য চিনের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে দ্বিপাক্ষিক আলাপ আলোচনা চালিয়েছে। ভারতের আবেদনে কর্ণপাত না করে চিন ব্রহ্মপুত্র নদীতে বাঁধ নির্মাণ করে ইতিমধ্যেই জলবিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করে দিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ব্রহ্মপুত্রের উপর তিব্বতে অর্থাৎ উচ্চগতিতে বাঁধ নির্মাণ হলে নিম্নগতিতে তার প্রভাব কতটা পরতে পারে তা খতিয়ে দেখার জন্য ২০১৩ সালে গঠিত হয়েছিল ভারতীয় আন্তঃমন্ত্রক বিশেষজ্ঞ কমিটি (আইএমিজি) । আইএমিজি'র সমীক্ষায় উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য । তারা

জানিয়েছে ব্রহ্মপুত্র নদীর উচ্চগতিতে নির্মিত নদী বাঁধ থেকে ভারতে ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। নদী বাঁধ এবং তার ফলে উদ্ভূত সমস্যা চীন ও ভারতের সম্পর্ককে এক প্রবল ঘূর্ণাবর্তের দিকে ঠেলে দিয়েছে। ফলত আগামী দিনে এই জলযুদ্ধ উভয় দেশকেই বড় কোন যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে পারে।

উরি পরবর্তী ঘটনায় সিন্ধু নদীর ওপর দিয়ে জল গড়িয়েছে অনেক। এরই মধ্যে সিন্ধু নদীর জল বণ্টন নিয়ে ভারত পাকিস্থানের রেষারেষি চরম পর্যায়ে। উরির সেনা ছাউনিতে সন্ত্রাসবাদী হামলায় ভারত এতটাই ক্ষুব্ধ যে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে বলতে হয়েছে – 'রক্ত ও নদীর জল একসঙ্গে বইতে পারে না। "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই বক্তব্য ভারত ও পাকিস্থানকে আরও একটা যুদ্ধের সম্মখিন করেছে, তা হল জলযুদ্ধ ।নদীর জল বণ্টন নিয়ে এ এক মহাসংঘাত। ভারত প্রাথমিকভাবে মনে করেছে,চন্দ্রভাগা নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ করলে চন্দ্রভাগার জল নিয়ন্ত্রন করা যাবে এবং পাকিস্থানকে জব্দ করা যাবে। শুধু চন্দ্রভাগা নয়,সিন্ধু নদীর ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। কিন্তু ভারত যদি চন্দ্রভাগা ও সিন্ধু নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ করে এই দুই নদীর জল প্রবাহ নিয়ন্ত্রন করে তাহলে ভারতকে সিন্ধু জলচুক্তি আইন লঙ্ঘন করতে হবে। প্রসঙ্গত আমরা স্মরণ করতে পারি সিন্ধু জলচুক্তি ও তার শর্তগুলি। ১৯৬০ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু এবং পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান করাচিতে স্বাক্ষর করেন সিন্ধু জলচুক্তি । উক্ত চুক্তি অনুযায়ী কাশ্মীর ও পাঞ্জাব প্রদেশে শতদ্রু,বিপাশা এবং ইরাবতী – এই তিনটি নদীর জল ভারত ব্যবহার করতে পারবে । অন্যদিকে সিন্ধু,চন্দ্রভাগা ও ঝিলম নদীর জল ব্যবহার করবে পাকিস্থান । অবশ্য সেচ,পরিবহন এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এই তিন নদীর নির্দিষ্ট পরিমাণ জল ভারত কাজে লাগাতে পারবে ।কিন্তু চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ভারত কোনভাবেই এই তিন নদীর উপর নির্মাণ কায্য করতে পারবে না অর্থাৎ কোন বাঁধ তৈরি করতে পারবে না । সিন্ধু জলচুক্তির বাস্তবায়ন ও সমস্যা সমাধানের জন্য গঠিত হয়েছিল স্থায়ী সিন্ধু কমিশন । সিন্ধু নদীর উৎপত্তি তিব্বতে হলেও চীনকে এই চুক্তির বাইরে রাখা হয়েছে ।

ভারত যদি সিন্ধু জলচুক্তি লঙ্ঘন করে সিন্ধু, চন্দ্রভাগা আর ঝিলম নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণ করে নদীর জলধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাহলে পাকিস্থানে ভয়ানক অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেবে। এই তিন নদী থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ জল না ছাড়লে পাকিস্থানে খরার প্রাদুর্ভাব দেখা দেবে। কৃষিকাজ মারাত্মক ক্ষতি হবে। পাকিস্থানের সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকা ব্যহত হবে। সাধারণ জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পরবে। স্বাভাবিকভাবেই কৃষি প্রধান পাকিস্থানের অর্থনৈতিক সূচক তলানিতে এসে ঠেকবে। পাকিস্থানের কৃষি ব্যবস্থা এই তিন নদীর জলের ওপর ৯০ শতাংশ নির্ভরশীল। পাকিস্থানের জি.ডি.পির অধিকাংশটাই আসে কৃষি থেকে। এখন প্রশ্ন হল বিশ্ব ব্যাঙ্কের তত্ত্বাধানে স্বাক্ষরিত সিন্ধু জলচুক্তি লঙ্ঘন ভারতের পক্ষে আদৌ সম্ভব কিনা ? বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। সিন্ধু জলচুক্তি লঙ্ঘন করলে আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় ভারতের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে এবং চুক্তি ভঙ্গের দায় ভারতের ওপর বর্তাবে। অবশ্য চীন আন্তর্জাতিক আদালতের রায় উপেক্ষা করেই ব্রহ্মপুত্র নদীর ওপর বিশালাকায় বাঁধ নির্মাণ করেছে। তাই ভারত পাল্টা যুক্তি হিসাবে চীনের দৃষ্টান্ত খাঁড়া করতেই পারে। আসলে ভারত চায় ধরি মাছ না ছুঁই পানির মতো কৌশলে পাকিস্থানকে জব্দ করতে। এমত অবস্থায় ভারত নদীতে বাঁধ নির্মাণ করে, নদীর জল অবরুদ্ধ করে পাকিস্থানকে হাতে না মেরে ভাতে মারার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চায়। নদী বাঁধ ও নদীর জল বন্টন বিষয়ে ভারতের হুমকিতে পাকিস্থান যারপর নাই আতঙ্কিত।

তিস্তা নদীর উপর নির্মিত বাঁধ এবং জল বণ্টন নিয়ে ভারত-বাঙ্গালাদেশের ঠাণ্ডা লড়াই দীর্ঘ দিনের। বাংলাদেশের অভিযোগ ভারত একতরফা ভাবে তিস্তা নদীর জল প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করছে। মূলত কৃষিকাজ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বন্যা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে তিস্তা নদীর উপর অনেক বাঁধ নির্মাণ করেছে ভারত। এর ফলে তিস্তা নদীর জল প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে ঠিকই কিন্তু তাতে নদীর নিম্নগতিতে জলের যোগান কমে যায়নি কখনও। তিস্তা নদীর জল বণ্টন নিয়ে সবচেয়ে বেশি সমস্যা দেখা দেয় ভারতের ডুমুরজোলা বাঁধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নির্মিত উক্ত বাঁধের ফলে নিম্নগতিতে তিস্তার জলের যোগান অনেক কমে গেছে।

সবচেয়ে বেশি সমস্যা দেখা যায় নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত শুখা মরশুমে। এই সময় এমনিতেই তিস্তার জলপ্রবাহের পরিমান ১০ হাজার কিউসেক থেকে কমে ৫ হাজার কিউসেকে নেমে যায়। ফলে বাংলাদেশের প্রকল্পে প্রয়োজনীয় জলের যোগান অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় জলের অভাবে কৃষিকাজ ব্যাহত হচ্ছে। কৃষিজ ফসলের উৎপাদন কমে যাওয়ায় আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে বাংলাদেশকে। তিস্তার স্বাভাবিক প্রবহমানতা বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশ সরকার ভারত সরকারের কাছে বারবার দরবার করেছে, উচ্চপর্যায়ের মিটিংও করেছে। এ বিষয়ে ভারত সরকারের কাছে আশ্বাস পেলও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ২০১১ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ বাংলাদেশ সফরে গেলে আশায় বুক বাঁধে বাংলাদেশ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আপত্তিতে ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে তিস্তা জল বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারেনি। পরবর্তীকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৫ সালে বাংলাদেশ সফরকালে তিস্তা জল বণ্টন বিষয়ে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে আগ্রহ দেখালেও পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপত্তিতে তিস্তা জল বণ্টন চুক্তি বাস্তবায়িত হতে পারেনি। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুক্তি হল বাংলাদেশের জন্য অতিরিক্ত পরিমাণ জল ছাড়লে উত্তরবঙ্গে জলের অভাব দেখা দেব। ফলে উত্তরবঙ্গে কৃষিজ উৎপাদন ব্যাহত হবে। এরকম পরিস্থিতিতে সমস্যা সমাধানের উপায় কি হবে তা অজানাই রয়ে গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গঙ্গা নদীর জল বণ্টন বিষয়ে ভারত বাংলাদেশের মধ্যে চাপান উতর দীর্ঘদিনের।

নদী বাঁধ ও জল বণ্টন সমস্যা ভারতের কাছে এক প্রবল বৈশ্বিক এবং দেশীয় সমস্যা। এ সমস্যা দীর্ঘ দশকের। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ সমস্যার একটা রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। এখন ভারতের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এ সমস্যার স্বরূপ আলোকপাত করার চেষ্টা করব। আমরা জানি কাবেরী নদীর জল বণ্টন নিয়ে কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ুর মধ্যে তিক্ততা দীর্ঘদিনের। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে তিক্ততার পরিমাণ। সাম্প্রতিক কালে যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। কাবেরী নদীর জল বণ্টন সমস্যা সমাধনের জন্য সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট এক রায়ে প্রত্যহ ৬ হাজার কিউসেক জল তামিলনাড়ুর জন্য বরাদ্দ করতে বলেছে কর্ণাটক সরকারকে। কিন্তু কর্ণাটক এই রায়ে অসন্তুষ্ট হয়ে শীর্ষ আদালতে রায় পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করেছে। কর্ণাটক সরকার আত্মপক্ষ সমর্থন করে জানিয়েছে তামিলনাড়ুকে ৬ হাজার কিউসেক করে জল ছাড়লে তৃষ্ণায় মরতে হবে বাঙ্গালুরুকে, সেই সঙ্গে ভয়ানক ক্ষতি হবে চাষাবাদে । আবার এমন এক পরিস্থিতিতে কর্ণাটক তামিলনাড়ুর জন্য শীর্ষ আদালত নির্দেশিত নির্দিষ্ট পরিমাণ। জল না ছাড়লে সাংবিধানিক সংকটের মুখে পরতে পারে। ফলে কাবেরী নদীর জল বণ্টন জনিত সমস্যার যত গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠেছে এবং এই দুই প্রতিবেশী রাজ্য এ নিয়ে পরস্পরের বিবদমান রাজ্যে পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি শতদ্রু ও যমুনা নদীর মধ্যে জল বণ্টন বিষয়ে হরিয়ানা পাঞ্জাবের দ্বৈরথ সুপ্রিম কোর্টের রায়ে আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছে। শতদ্রু ও যমুনা নদীর মধ্যে জল বণ্টন সংক্রান্ত চুক্তি একতরফাভাবে বাতিল করে ২০০৪ সালে অমরন্দির সিনহের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার এক নতুন আইন তৈরি করেছিল । সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি জানিয়েছে কোন এক পক্ষ একতরফাভাবে চুক্তি বাতিল করতে পারে না। সেই সঙ্গে ২০০৪ সালের পাঞ্জাবের কংগ্রেস সরকারের তৈরি করা জল বন্টন আইন বাতিল বলে ঘোষণা করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

নদী বাঁধ ও জল বণ্টন বিষয়ে দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র কিংবা দুই প্রতিবেশী রাজ্যের মধ্যে সাম্প্রতিক দ্বৈরথ রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারা নাটকের প্রাসঙ্গিকতা প্রায় একশো বছর পরেও আমরা মর্মে মর্মে অনুধাবন করতে পারি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির তিন বছর পর ১৯২২ খ্রিঃ প্রকাশিত হয় মুক্তধারা নাটকটি। শান্তি চুক্তির মাধ্যমে মহাযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটলেও জাত্যভিমান, উগ্র জাতীয়তাবাদ, বর্ণবিদ্বেষ প্রভৃতি অশান্তির চোরা স্রোত সমগ্র বিশ্বে ফল্গুধারার মত তখনও বহমান। সেই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাম্রাজ্য বিস্তারের নেশা, উপনিবেশিকদের প্রতি কঠোর দমন পীড়ন নীতির নৃশংসতা, যা মানবিকতাকে লজ্জা দেয়। এমনই এক সময় প্রেক্ষাপটে রচিত হয় মুক্তধারা নাটকটি। মুক্তধারা রচনার প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব নাগরিক হয়ে পরিভ্রমণ করছেন পাশ্চাত্য দেশে বিশেষ করে ইউরোপ। এই সময়

ভবিষ্যতদ্রষ্টা দার্শনিক কবি উপলব্ধি করেন সমগ্র পাশ্চাত্যে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংঘাত, জাতিতে জাতিতে বৈরী, যা ছাই চাপা আগুনের মত বিধ্বংসী লেলিহান শিখায় পরিণত হওয়ার জন্য প্রহর গুণছে । এক আত্মঘাতী অবিনাশী শক্তি রক্তবীজের মত আসন্ন ধ্বংসের খেলায় মেতে উঠতে প্রস্তুত। ঐশ্বর্য লুব্ধ প্রতীচ্যে কবি লক্ষ্য করেছেন মানব স্বভাবের বিকৃতি। বন্ধু এন্ডরুজকে তিনি জানিয়েছেন, "To me humaniti is rich large and many-sided . Therefore i fell deeply hurt when i find that for some material gain,man"s personality is mutilated in the Western world and he is reduced to a machine ."(January 14th, 1921, Letters to a Friend)। বৈশ্যবুদ্ধি-শাসিত ইউরোপেই এই আত্ম সর্বস্ব বাসনা, কবির ভাষায় যা 'শয়তানের ভজনা'- তার বলি হচ্ছে সমগ্র বিশ্ব। আমেরিকায় বসে বন্ধুকে জানাচ্ছেন তাঁর মর্মপীড়ার কথা, -"The whole world is suffering from this cult of Devil worship in the persent age,and i can not tell you how deeply i am suffering , being surrounded in this country by endless ceremonials of this hideously profane cult ." (February 8th, 1921,Letters to a Friend) । মানবিকতাকে বিসর্জন দিয়ে আধুনিক ইউরোপ বরণ করে ছিল যন্ত্রশক্তিকে,- দানবকে। 'মুক্তধারা' নাটকে রবীন্দ্রনাথের অনুভাবনায় ধরা পরেছে যন্ত্রশক্তির অগ্রগমন ও মনুষ্যত্বের অপমান।

'মুক্তধারা' নাটকটি যে সময়ে রচিত সেই সময় প্রেক্ষাপটকে ছাপিয়ে নাটকটি বর্তমানে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। বিশেষকরে নদী বাঁধ ও জল বণ্টন নিয়ে ভারত-চীন ,ভারত-পাকিস্থান ,ভারত-বাংলাদেশের মধ্য যে চাপান উতর, তা 'মুক্তধারা' নাটকে উত্তরকূটের রাজা কর্তৃক ঝর্ণার জল যন্ত্ররাজ বিভূতির সাহায্যে অবরুদ্ধ করে রেখে শিবতরাই বাসীকে জব্দ করার বিষয়কে মনে করিয়ে দেয়। মুক্তধারা নাটকে নদীতে বাঁধ দেওয়া নিয়েই দ্বন্দ্ব সংঘাতের পটভূমি রচিত হয়েছ। মুক্তধারার জল ঝর্ণাকে বাঁধ দিয়ে অবরুদ্ধ করা হয়েছে কিন্তু কেন ? এর উত্তর পাই উত্তর কূট পার্বত্য প্রদেশের রাজা রঞ্জিতের উক্তিতে – ''শিবতরাইয়ের প্রজাদের কিছুতেই তো বাধ্য করতে পারলে না। এতদিন পরে মুক্তধারার জলকে আয়ত্ত করে বিভূতি ওদের বশ মানাবার উপায় করে দিলেণ। রাজা রণজিৎ অন্যত্র বলেছেন – 'তৃষ্ণার শূলে শিবতরাইকে বিদ্ধ করে তাকে তিনি উত্তর কূটের সিংহাসনের তলায় ফেলে দিয়ে যাবেন'। এ আসলে বিদেশি প্রজাকে শায়েস্তা করার উপায়। মুক্তধারার প্রবাহকে রোধ করে শস্যশ্যামল ভূখণ্ডকে মরুভূমি ও তার অধিবাসীদের পদানত করার জন্য আকাশচুম্বী যন্ত্র দানব নির্মাণ। রাজা রণজিতের সঙ্গে মন্ত্রীর কথোপকথনে উঠে এসেছে রাজনীতি তথা পররাষ্ট্র নীতির কূট কৌশলের কথা – 'কতবার বলেছ উপরে চড়ে বসে নীচে চাপ দেওয়া সহজ, আর বিদেশী প্রজাদের সেই চাপে রাখাই রাজনীতি'। মন্ত্রীর পূর্বে বলা এই উক্তিকে স্মরণ করে রাজা বিদেশীদের সঙ্গে, বলা ভাল বিদেশের সঙ্গে কেমন সম্পর্ক হওয়া উচিত তার একটা পাঠ শুনিয়েছেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বা প্রতিবেশী রাজ্যকে হাতে না মেরে ভাতে মারার প্রক্রিয়া হিসাবে নদীতে বাঁধ নির্মাণ করে জল অবরুদ্ধ করে রাখা, যা আমরা 'মুক্তধারা' নাটকে লক্ষ্য করেছি তারই বাস্তব রূপ ভারতীয় উপমহাদেশে বর্তমানে সহজেই পরিলক্ষিত ।

'মুক্তধারা' নাটকে নদী বাঁধ দিয়ে কৃষি প্রধান শিবতরাইবাসীকে জব্দ করা হয়েছে। তাদের কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। এছাড়াও 'মুক্তধারা' নাটকে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্যভাবে দেখানো হয়েছে, তা হল উগ্র জাতীয়তাবাদ । উত্তর কূটের পাঠশালায় শিশুদের মনে বপন করা হচ্ছে পর জাতির প্রতি বিদ্বেষ। তারই দৃষ্টান্ত তুলে দেওয়া হল -

রণজিৎ। বিভূতি কী করেছে এরা সবাই জানে তো ?
ছেলেরা। (লাফাইয়া, হাততালি দিয়া) জানি, শিবতরাইয়ের খাবার জল বন্ধ করে দিয়েছেন ।
রণজিৎ। কেন দিয়েছেন ?
ছেলেরা। (উৎসাহে) ওদের জব্দ করার জন্যে ।

রণজিৎ। কেন জব্দ করা ?
ছেলেরা। ওরা যে খারাপ লোক ।
রণজিৎ। কেন খারাপ ?
ছেলেরা। ওরা খুব খারাপ, ভয়ানক খারাপ, সবাই জানে ।
রণজিৎ। কেন খারাপ তা জান না ?
গুরু। জানে বৈকি মহারাজ! কী রে, তোরা পড়িস নি ? বইয়ে পড়িস নি ? ওদের ধর্ম খুব খারাপ ।
ছেলেরা। হাঁ হাঁ, ওদের ধর্ম খুব খারাপ।
আমরাও হয়তো আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মানুষদের প্রতি বিদ্বেষের বীজ বপন করছি ।

কথায় আছে Time and Tide wait for none – সময় ও স্রোত কারও জন্যে থেমে থাকে না। এরা সদা বহমান এবং গতিশীল। সময় সম্পর্কে কথাটি প্রযোজ্য হলেও স্রোত সম্পর্কে কথাটি প্রযোজ্য নয়। কারণ বাঁধ নির্মাণ করে নদীর জলধারাকে সহজেই অবরুদ্ধ করা যায়। নিজ রাষ্ট্রের প্রয়োজনে নদীতে বাঁধ দিয়ে জলধারাকে অবরুদ্ধ করে পর রাষ্ট্র বা পর রাজ্যকে বঞ্চিত করা সাম্প্রতিক কালে ভারতীয় উপমহাদেশে সহজেই লক্ষণীয়। আর এর ফলে উদ্ভূত সমস্যা পরবর্তীকালে ভারতীয় উপমহাদেশে বড় কোন যুদ্ধ ডেকে আনতে পারে। রবীন্দ্রনাথ মুক্তি পিয়াসী । তাই অভিজিতের সাহায্যে তিনি মুক্তধারার জলধারাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। কিন্তু প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে জব্দ করার উপায় হিসাবে যে ভাবে নদীতে বাঁধ দিয়ে জল অবরুদ্ধ করা হচ্ছে, তা আগামী দিনে ভারতীয় উপমহাদেশে মহাসংকট ডেকে আনতে পারে ।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১। বাংলা নাটকএর ইতিহাস –অজিত কুমার ঘোষ
২। রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ - প্রমথনাথ বিশী
৩। রবীন্দ্র নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা - সাধন কুমার ভট্টাচার্য
৪। কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক - শঙ্খ ঘোষ
৫। রবীন্দ্রকবিতা তন্নিস্ট পাঠ - সম্পাদনা আশিস চক্রবর্তী
৬। রবীন্দ্রনাট্যে রুপঃ অরূপ - অশক কুমার মিশ্র
৭। রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারা - ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়